দ্বিতীয় অধ্যায়

ঈশ্বরের বাক্য

(The Word of God)

ঈশ্বরের বাক্যের বিভিন্ন আকারগুলি কী কী?

ক) ত্রিত্ব-ঈশ্বরের দ্বিতীয় ব্যক্তি

খ) ঈশ্বরের উক্তি

১) ঈশ্বরের অনুশাসনের বাক্য

২) ঈশ্বরের ব্যক্তিগত সম্মোধনের বাক্য

৩) মানুষের মুখের মাধ্যমে উক্ত ঈশ্বরের বাক্য

৪) লিখিত আকারে ঈশ্বরের বাক্য

- ঈশ্বরের বাক্য লিপিবদ্ধকরণের উপযোগিতা

গ) আমাদের পাঠ্য বিষয়ের কেন্দ্রবিন্দু

"ঈশ্বরের বাক্য"- এই শব্দগুচ্ছের অর্থ কি? বাইবেলে এই শব্দগুচ্ছ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই, আমাদের ঈশতত্ত্ব অধ্যয়নের শুরুতেই এ বিষয়ে পরিষ্কার জ্ঞানের অধিকারী হওয়াটা খুবই প্রয়োজনীয়।

ক) একজন ব্যক্তি হিসাবে "ঈশ্বরের বাক্য": যীশু খ্রীস্ট

বাইবেলের বিভিন্ন স্থানে ঈশ্বর পুত্র যীশু খ্রীস্টকে ঈশ্বরের বাক্য রূপে প্রকাশ করা হয়েছে। প্রকাশিত বাক্য ১৯:১৩ পদে, যোহন স্বর্গে পুনরুত্থিত প্রভু যীশুকে দেখেছে এবং এমন কথা বলেছে, ***"আর তিনি রক্তে ডুবান বস্ত্র পরিহিত; এবং 'ঈশ্বরের বাক্য' এই নামে আখ্যাত।"*** একইভাবে, যোহন লিখিত সুসমাচারের শুরুতে আমরা দেখতে পাই, ***"আদিতে বাক্য ছিলেন, এবং বাক্য ঈশ্বরের সহিত ছিলেন, এবং বাক্য ঈশ্বর ছিলেন"*** (যোহন ১:১)। এখানে যোহনের এই কথা থেকে পরিষ্কার যে, যোহন ঈশ্বরের পুত্রের কথা বলছে, কারণ ১৪ পদে যোহন লিখেছে, ***"আর সেই বাক্য মাংসে মূর্তিমান হলেন, এবং আমাদের মধ্যে প্রবাস করলেন, আর আমরা তাঁহার মহিমা দেখলাম, যেমন পিতা হইতে আগত একজাতের মহিমা; তিনি অনুগ্রহ ও সত্যে পূর্ণ।"*** সমস্ত বাইবেলের মধ্যে কেবল এই সমস্ত পদে (এবং সম্ভবতঃ ১যোহন ১:১ পদে) ঈশ্বরের পুত্রকে **"বাক্য"** অথবা **"ঈশ্বরের বাক্য"** বলা হয়েছে; আর তাই, এই অর্থে এই কথার ব্যবহার তেমন সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু এর দ্বারা যে বিষয়টিকে নির্দেশ করা হয়েছে, তা হল, ত্রিত্ব-ঈশ্বরের সদস্যদের মধ্যে বিশেষতঃ **পুত্র ঈশ্বর** তাঁর ব্যক্তিত্বে এবং তাঁর বাক্যে ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্যকে আমাদের কাছে পৌঁছে দেবার এবং আমাদের কাছে ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রকাশ করার ভূমিকা পালন করেছেন।

খ) ঈশ্বরের দ্বারা উক্তিকে *(Speech)* "ঈশ্বরের বাক্য" বলা হয়েছে

১) ঈশ্বরের অনুশাসন *(God's Decrees)*

বাইবেলের অনেক স্থানে ঈশ্বরের ক্ষমতা বা শক্তিপূর্ণ আদেশ, আজ্ঞা বা উক্তিকে ঈশ্বরের বাক্য বলা হয়েছে। শক্তিযুক্ত এই সকল উক্তির দ্বারা অনেক ঘটনা বা সৃষ্টি কার্য সম্পাদিত হয়েছে। আদি ১:৩ পদে ঈশ্বরের শক্তিযুক্ত উক্তির ফলস্বরূপ দীপ্তির সৃষ্টি হয়েছে : ***"পরে ঈশ্বর কহিলেন, 'দীপ্তি হউক,' তাহাতে দীপ্তি হইল।"*** আবার আদি ১:২৪ পদে তাঁর শক্তিযুক্ত আদেশের ফলস্বরূপ এই পৃথিবীতে সকল পশু ও সরীসৃপের সৃষ্টি হয়েছে : ***"পরে ঈশ্বর কহিলেন, 'ভূমি নানাজাতীয় প্রাণিবর্গ, অর্থাৎ স্ব স্ব জাতী অনুযায়ী গৃহপালিত পশু, সরীসৃপ ও বন্য পশু উৎপন্ন করুক,' তাহাতে সেইরূপ হইল।"*** এই জন্য, দাউদ তার গীত ৩৩:৬ পদে, এমন কথা বলেছে, ***"আকাশমণ্ডল নির্মিত হইল <u>সদাপ্রভুর</u>***

বাক্যে, তাহার সমস্ত বাহিনী তাঁহার মুখের শ্বাসে।"

ঈশ্বরের মুখনির্গত শক্তিযুক্ত সৃজনশীল এই সমস্ত কথাকে অনেক সময় ঈশ্বরের অনুশাসনও *(God's decrees)* বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ, ঈশ্বরের অনুশাসন হল ঈশ্বরের সেই বাক্য, যা কিছু ঘটায়। ঈশ্বরের অনুশাসনের মধ্যে কেবল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের প্রাথমিক সৃষ্টির ঘটনাই যে বর্তমান, তা নয়, কিন্তু সমস্ত বিষয় ধারণ করার ঘটনাও অন্তর্গত; যেহেতু ইব্রীয় ১:৩ পদ আমাদের এই কথা বলে যে, খ্রীস্ট ক্রমশ ***"তাঁর পরাক্রমের বাক্য দ্বারা সমস্ত বিষয় ধারণ করে চলেছেন।"***

২) ব্যক্তিগত সম্বোধনের ঈশ্বরের বাক্য *(God's Word of Personal Address)*

ঈশ্বর অনেক সময় পৃথিবীর মানুষদের সঙ্গে সরাসরি কথাবার্তার দ্বারা যোগাযোগ সাধন করেন। এই সমস্ত ঘটনাকে বিশেষ ব্যক্তিদের উদ্দেশে ঈশ্বরের ব্যক্তিগত সম্মোধনের বাক্য বলে ধরা যেতে পারে। এর উদাহরণ বাইবেলের বিভিন্ন স্থানে আমরা দেখতে পাই। সৃষ্টির শুরুতে ঈশ্বর আদমের প্রতি এমন কথা বলেছেন, ***"আর সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমকে এই আজ্ঞা দিলেন, 'তুমি এই উদ্যানের সমস্ত বৃক্ষের ফল স্বচ্ছন্দে ভোজন করিও; কিন্তু সদসদ্‌জ্ঞানদায়ক যে বৃক্ষ তাহার ফল ভোজন করিও না, কেননা যেদিন তাহার ফল খাইবে, সেই দিন মরিবেই মরিবে' "*** (আদি ২:১৬-১৭)। আদম ও হবা পাপ করার পরেও, ঈশ্বর তাদের কাছে এসে সরাসরি ও ব্যক্তিগতভাবে অভিশাপের কথা শুনিয়েছেন (আদি ৩:১৬-১৯)। পৃথিবীতে মানুষদের প্রতি ঈশ্বরের সরাসরি ব্যক্তিগত সম্মোধনের পরিষ্কার উদাহরণ আমরা দশআজ্ঞা দানের মধ্যে দেখতে পাই: ***"আর ঈশ্বর এই সকল কথা কহিলেন, 'আমি তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু, যিনি মিশর দেশ হইতে, দাস-গৃহ হইতে, তোমাকে বাহির করিয়া আনিলেন। আমার সাক্ষাতে তোমার অন্য দেবতা না থাকুক . . .' "*** (যাত্রা ২০:১-৩)। আবার নতুন নিয়মে, যীশুর বাপ্তিস্মের সময়, পিতা ঈশ্বর স্বর্গ থেকে এমন কথা বলেছেন, ***"ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, ইহাঁতেই আমি প্রীত"*** (মথি ৩:১৭)।

এই সমস্ত ও অন্যান্য শাস্ত্রাংশে ঈশ্বর যখন বিভিন্ন ব্যক্তির প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত সম্মোধমের বাক্য উক্ত করেছিলেন, তখন সেই সমস্ত ব্যক্যের শ্রোতাদের কাছে এ বিষয়টি পরিষ্কার ছিল যে, তা ছিল ঈশ্বরের প্রকৃত বাক্য : তারা স্বয়ং ঈশ্বরের গলার স্বর শুনতে পাচ্ছে, আর তাই তারা যে বাক্য শুনছিল, তা ছিল চরম ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী এবং তা ছিল চরম বিশ্বাসযোগ্য। সেই সমস্ত ব্যক্যের প্রতি অবিশ্বাস বা অবাধ্যতা ছিল ঈশ্বরেরই প্রতি অবিশ্বাস বা অবাধ্যতার সমান;আর তাই সেই বাক্যের প্রতি অবিশ্বাস বা অবাধ্যতা ছিল পাপ।

যদিও ঈশ্বরের এই সমস্ত ব্যক্তিগত উক্তিকে শাস্তে সর্বদা ঈশ্বরের প্রকৃত বাক্য হিসাবে দেখা হয়েছে, কিন্তু একই সঙ্গে তারা *"মানুষের"* বাক্যও বটে, যেহেতু তা সাধারণ মানুষের ভাষায় উক্ত হয়েছে, এবং যার ফলস্বরূপ তা সহজেই বোধগম্য। এখন, এই সমস্ত বাক্য মানুষের ভাষায় উক্ত হবার কারণে তাদের ঐশ্বরিক বৈশিষ্ট্য বা ক্ষমতা কোনওভাবে সীমিত হয়নি : তারা এখনও সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের বাক্য, যা ঈশ্বরের নিজের গলার স্বরে উক্ত হয়েছে।

কিছু কিছু ঈশতাত্ত্বিক এই যুক্তি দেখিয়ে থাকেন যে, মানুষের ভাষা যেহেতু সর্বদা কিছু অর্থে "ত্রুটিপূর্ণ," সেইহেতু, মানুষের ভাষায় ঈশ্বর যখন তাঁর বাণী আমাদের কাছে উপস্থিত করেন, তখন তার ক্ষমতা ও বিশ্বা সীমিত হতে বাধ্য। কিন্তু এই সমস্ত শাস্ত্রাংশ এবং আরও অনেক শাস্ত্রাংশ, যেখানে বিভিন্ন ব্যক্তির প্রতি ঈশ্বরের ব্যক্তিগত উক্তিকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, সেখানে তা মানুষের ভাষায় উক্ত হবার কারণে যে তা সীমিত ক্ষমতা *(authority)* ও সত্যবাদীতার *(truthfulness)* অধিকারী, তার কোনও চিহ্ন পাওয়া যায় না। পরিবর্তে, এর বিপরীত বিষয়ই সত্য, যেহেতু সেই সমস্ত উক্তি তাদের শ্রোতাদের প্রতি তা বিশ্বাস করতে ও সম্পূর্ণভাবে পালন করতে চরম বাধ্যবাধকতার কথা বলে। সেই সমস্ত উক্তির কোনও অংশের প্রতি অবিশ্বাস বা অবাধ্যতাকে স্বয়ং ঈশ্বরেরই প্রতি অবিশ্বাস বা অবাধ্যতা বলা হয়েছে।

৩) মানুষের মুখের মাধ্যমে উক্তি হিসাবে ঈশ্বরের বাক্য *(God's Word as Speech through Human Lips)*

পবিত্র শাস্ত্রের বিভিন্ন স্থানে ঈশ্বর তাঁর ভাববাদীদের তুলেছেন এবং তাদের মুখের মাধ্যমে তিনি বাক্য প্রচার করেছেন। এখানেও যদিও তা সাধারণ মানুষের দ্বারা সাধারণ মানুষের ভাষায় উক্ত মানুষের কথা, তথাপি সেই সমস্ত কথা বা বাক্যের ঐশ্বরীক ক্ষমতা বা বিশ্বাসযোগ্যতা কোনও অর্থে হ্রাস পায়নি: তারাও একইভাবে সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের বাক্য।

২য় বিবরণ ১৮ অধ্যায়ে, ঈশ্বর মোশিকে এমন কথা বলেছেন:

আমি ওদের জন্য ওদের ভাইদের মধ্য থেকে তোমার সদৃশ এক ভাববাদী উৎপন্ন করব, ও তাঁহার মুখে আমার বাক্য দিব; আর আমি তাঁহাকে যাহা যাহা আজ্ঞা করব, তাহা তিনি ওদেরকে বলবেন। আর আমার নামে তিনি আমার যে সকল বাক্য বলবেন, তাতে যে কেহ কর্ণপাত না করবে, তার কাছে আমি প্রতিশোধ নেব। কিন্তু আমি যে বাক্য বলতে আজ্ঞা করিনি, আমার

নামে যে কোনও ভাববাদী দুঃসাহসপূর্বক তা বলে, কিংবা অন্য দেবতার নামে যে কেউ কথা বলে, সেই ভাববাদীকে মরতে হবে। (২বিবরণ ১৮:১৮-২০)

ঈশ্বর যিরমিয়ের প্রতিও একই ধরণের বিবৃতি দিয়েছেন : ***"পরে সদাপ্রভু নিজের হাত বিস্তার করে আমার মুখ স্পর্শ করলেন, এবং সদাপ্রভু আমাকে বললেন, দেখ, আমি আমার বাক্য তোমার মুখে দিলাম"*** (যিরমিয় ১:৯)। ঈশ্বর যিরমিয়কে বলেছেন, ***". . . তোমাকে যা আজ্ঞা করব, তাই-ই বলবে"*** (যিরমিয় ১:৭;আরও দেখুন- যাত্রা ৪:১২; গণনা ২২:৩৮; ১ শমূ ১৫:৩, ১৮, ২৩; ১রাজা ২০:৩৬; ২বংশা ২০:২০; ২৫:১৫-১৬; যিশাইয় ৩০:১২-১৪; যিরমিয় ৬:১০-১২, ৩৬:২৯-৩১)। এখন, কোনও ব্যক্তি যখন ঈশ্বরের কাছ থেকে বাক্য না পেয়েও, ঈশ্বরের হয়ে কথা বলছে বলে দাবী করত, তখন তাকে মারাত্মক শাস্তি দেওয়া হত (যিহিষ্কেল ১৩:১-৭; ২বিবরণ ১৮:২০-২২)।

অতএব, মানুষের মুখের মাধ্যমে প্রচারিত ঈশ্বরের বাক্যকেও বিভিন্ন ব্যক্তির প্রতি ব্যক্তিগত সম্মোধনের ঈশ্বরের বাক্যের ন্যায় সমান ক্ষমতা *(authority)* ও সত্যবাদীতা *(truthfulness)* অধিকারী জ্ঞান করা হয়েছে। এই জন্য, ঐ সকল বাক্যের প্রতি অবিশ্বাস বা অব্যাধ্যতা ঈশ্বরের প্রতিই অবিশ্বাস বা অব্যাধ্যতার সমান ছিল।

৪) লিখিত আকারে ঈশ্বরের বাক্য (বাইবেল) *(God's Words in written form) (the Bible)*

ঈশ্বরের অনুশাসনের বাক্য, ঈশ্বরের ব্যক্তিগত সম্মোধনের বাক্য ও মানুষের মুখের মাধ্যমে উক্ত ঈশ্বরের বাক্যের পাশাপাশি আমরা শাস্ত্রের আরও বিভিন্ন অংশ দেখতে পাই যে, যেখানে ঈশ্বরের বাক্যকে লিখিত আকার দেওয়া হয়েছে। এই বিষয়ে আমরা সর্বপ্রথম উল্লেখ সেই বিবরণে পাই, যেখানে ঈশ্বর দুটি পাথরের ফলকে তাঁর দশ আজ্ঞা লিখে মোশীর হাতে দিয়েছিলেন: ***"পরে তিনি সীনয় পর্বতে মোশির সঙ্গে কথা শেষ করে সাক্ষ্যের দুটি ফলক, ঈশ্বরের অঙ্গুলি দ্বারা লিখিত দুটি প্রস্তর ফলক, তাকে দিলেন"*** (যাত্রা ৩২:১৮)। ***"সেই প্রস্তর ফলক ঈশ্বরের নির্মিত, এবং সেই লেখা ঈশ্বরের লেখা, ফলকে খোদিত"*** (যাত্রা ৩২:১৬; ৩৪:১, ২৮)।

এরপর, ঈশ্বর মোশীকে দিয়ে পরবর্তী বিষয় সমূহ লিপিবদ্ধ করেছিলেন

পরে মোশি এই ব্যবস্থা লিখলেন, এবং লেবি-বংশজাত যাজকদের, যারা সদাপ্রভুর নিয়ম-সিন্দুক বহন করত, তাদেরকে ও ইস্রায়েলের সমস্ত প্রাচীনদেরকে সমর্পণ করলেন। আর মোশি তাদেরকে এই আজ্ঞা করলেন, সাত সাত বৎসরের পরে . . . তুমি সমস্ত ইস্রায়েলের সাক্ষাতে তাদের কর্ণগোচরে এই ব্যবস্থা পাঠ করবে। . . . যেন তারা শুনে শিক্ষা পায় ও তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুকে ভয় করে, এবং এই ব্যবস্থার সমস্ত কথা যত্নপূর্বক পালন করে; আর তাদের যে সন্তানরা এই সকল জানে না, তারা যেন শোনে, এবং যে দেশ অধিকার করতে তোমরা যর্দন পার হয়ে যাচ্ছ, সেই দেশে যত কাল প্রাণ ধারণ করে, তারা তত কাল যেন তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুকে ভয় করতে শেখে। (২বিবরণ ৩১:৯-১৩)

এই পুস্তক, যা মোশী লিখেছিল, তা তখন নিয়ম-সিন্দুকের মধ্যে রাখা হয়েছিল: ***"আর মোশি সমাপ্তি পর্যন্ত এই ব্যবস্থার কথা সকল লিখবার পর সদাপ্রভুর নিয়ম-সিন্দুকবাহী লেবীয়দের এই আজ্ঞা করলেন, তোমরা এই ব্যবস্থা পুস্তক নিয়ে তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর নিয়ম-সিন্দুকের পাশে রাখ; ইহা তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষীর জন্য সেই স্তানে থাকবে"*** (২বিবরণ ৩১: ২৪-২৬)।

এরপর, ঈশ্বর তাঁর বিভিন্ন লোকদের ব্যবহার করে তাঁর শাস্ত্রে পরবর্তী সংযোজন ঘটিয়েছেন। ***"পরে যিহোশূয় ঐ সকল কথা ঈশ্বরের ব্যবস্থা গ্রন্থে লিখলেন"*** (যিহোশূয় ২৪:২৬)। ঈশ্বর যিশাইয়কে এই আদেশ করেছিলেন, ***"তুমি এখন যাও, উহাদের সাক্ষাতে এই কথা ফলকের উপরে লেখ, ও পুস্তকে লিপিবদ্ধ কর; যেন তা উত্তরকালে সাক্ষ্যরূপে চিরকাল থাকে"*** (যিশাইয় ৩০:৮)। ঈশ্বর আবার যিরমিয়কে এই কথা বলেছেন, ***"সদাপ্রভু, ঈস্রায়েলের ঈশ্বর, এই কথা কহেন, আমি তোমার কাছে যে সকল কথা বলেছি, সেই সমস্ত একটি পুস্তকে লিখে রাখ"*** (যিরমিয় ৩০:২;আরও দেখুন, যিরমিয় ৩৬:২-৪, ২৭-৩১;৫১:৬০)। নতুন নিয়মে যীশু শিষ্যদের কাছে প্রতীজ্ঞা করেছিলেন যে, তিনি তাদের যে সমস্ত কথা বলেছেন, তা পবিত্র আত্মা তাদের স্মরণ করিয়ে দেবেন (যোহন ১৪:২৬;আরও ১৬:১২-১৩)। আবার, করিন্থীয় বিশ্বাসীদের উদ্দেশে তার লেখা পত্রে, পৌল তার নিজের লেখাকে "প্রভুর আজ্ঞা" বলেছে (১করিন্থীয় ১৪:৩৭;আরও ২পিতর ৩:২)।

এখানেও আমরা দেখতে পাই যে, এই সমস্ত বাক্যকেও ঈশ্বরের বাক্য জ্ঞান করা হয়েছে, যদিও তাদের বেশিরভাগ অংশ মানুষের দ্বারা এবং সর্বদা মানুষের ভাষায় তাঁর বাক্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তবুও এই সমস্ত বাক্য চূড়ান্ত ক্ষমতা ও সত্যের অধিকারী। তাই, এই সমস্ত লিপিবদ্ধ বাক্যের প্রতি অবিশ্বাস বা অবাধ্যতাকে মারাত্মক পাপ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে, যা ঈশ্বরের বিচারের সামনে আমাদের দাঁড় করায় (১করিন্থীয় ১৪:৩৭;যিরমিয় ৩৬:২৯-৩১)।

ঈশ্বরের বাক্য লিপিবদ্ধকরণের উপযোগিতা

ঈশ্বরের বাক্য লিপিবদ্ধকরণের দ্বারা আমরা বিভিন্ন উপকার লাভ করেছি। এদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য উপকারগুলি হল—

১) **অধিকতর নিখুঁত সংরক্ষণ:** ঈশ্বরের বাক্য লিপিবদ্ধকরণের দ্বারা এই বাক্যকে পরবর্তী প্রজন্মের মানুষদের জন্য অধিকতর নিখুঁততায় সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়েছে। মুখস্থকরণ এবং মৌখিক পরম্পরার পুনরাবৃত্তির (শ্রুতি) দ্বারা সমগ্র ইতিহাস ব্যাপী ঈশ্বরের বাক্যের সঠিক বা যথার্থ সংরক্ষণ সম্ভব ছিল না। এ বিষয়ে বাক্যের লিপিবদ্ধকরণ অনেক উত্তম পদ্ধতি (২বিবরণ ৩১: ১২-১৩)। (বেদের সঙ্গে বাইবেলের পার্থক্য)।

২) **বারংবার গবেষণার সুযোগ:** ঈশ্বরের বাক্য লিখিত হওয়ায় এই বাক্য গবেষণা, অধ্যয়ন *(Study/inspection)* বা আলোচনা করতে আমরা বিশেষ সাহায্য পেয়েছি। অর্থাৎ, বার বার এর গবেষণার দ্বারা আমরা এর অর্থকে উপলব্ধি এবং পালন করতে বেশি সুযোগ পেয়েছি।

৩) **বেশী সংখ্যক মানুষের কাছে উপস্থাপন:** ঈশ্বরের বাক্য লিপিবদ্ধকরণের দ্বারা অনেক বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে তা সহজে উপস্থাপিত করা সম্ভব হয়েছে। ঈশ্বরের বাক্য লিপিবদ্ধকরণের ফলস্বরূপ এখন তা যে কোনও ব্যক্তির দ্বারা, যে কোনও মুহূর্তে অধ্যয়ন করা সম্ভব হয়েছে। অর্থাৎ, ঈশ্বরের বাক্য লিপিবদ্ধকরণের দ্বারা ঈশ্বরের বাক্যের বিশ্বাসযোগ্যতা *(reliability)*, স্থায়িত্ব *(permanence)* এবং লভ্যতা *(accessibility)* ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে, ঈশ্বরের বাক্য লিপিবদ্ধ হওয়ায় কোনও অর্থেই এর ক্ষমতা *(authority)* ও সত্যবাদিতা *(truthfulness)* হ্রাস পায়নি।

ঘ) আমাদের অধ্যয়নের কেন্দ্রবিন্দু

এই সমস্ত বিভিন্ন আকারের 'ঈশ্বরের বাক্যের' মধ্যে আমাদের সুসম্বন্ধ ঈশতত্ত্ব অধ্যয়নের কেন্দ্রবিন্দু হল লিখিত আকারে ঈশ্বরের বাক্য, তথা বাইবেল। কারণ, আজকের দিনে অধ্যয়ন, সর্বসাধরণের দ্বারা গবেষণা বা আলোচনার ভিত্তি হিসাবে আমাদের কাছে ঈশ্বরের বাক্যের একমাত্র যে আকারটি অবশিষ্ট আছে, তা হল লিখিত আকারে ঈশ্বরের বাক্য। আবার, লিখিত আকারে ঈশ্বরের বাক্য, তথা বাইবেল ব্যক্তি হিসাবে ঈশ্বরের বাক্য, তথা যীশু খ্রীস্টের বিষয় বলে ও তাঁর প্রতি আমাদের দৃষ্টিকে আকর্ষিত করে, যিনি আজ শারীরিক আকারে আমাদের মধ্যে এই পৃথিবীতে নেই। আর তাই, আমরা তাঁর জীবন ও শিক্ষাকে আর সরাসরি/হাতেনাতে পর্যবেক্ষণ এবং অনুকরণ করতে পারি না।

'ঈশ্বরের বাক্যের' অন্যান্য আকারকে আমাদের ঈশতত্ত্ব শিক্ষার প্রাথমিক ভিত্তিরূপে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। কারণ, আমরা ঈশ্বরের বিভিন্ন অনুশাসনের উক্তিকে সরাসরি শুনতে পাই না, আর তাই তাদের বিষয় সরাসরি অধ্যয়ন করতে পারি না, কিন্তু কেবল তাদের ফল দেখার মাধ্যমে আমরা তা অধ্যয়ন করতে পারি। আবার, ব্যক্তিগত সম্মোধনের ঈশ্বরের বাক্য সচারচর আমাদের চোখে পড়ে না, এমনকি শাস্ত্রের মধ্যেও। তথাপি, যদি আজ আমরা ঈশ্বরের ব্যক্তিগত সম্মোধনের কোনও উক্তি শুনেও থাকি, কিন্তু তা উপলব্ধির বিষয়, তা স্মরণ করা বিষয়, এবং তার পরবর্তী প্রতিবেদনের বিষয় সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা লাভ করা খুবই কঠিন। তা ঈশ্বরের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে অর্জিত বিষয় হিসাবে অন্যের কাছে উপস্থিত করাও সহজ কাজ নয়। অন্যদিকে, মানুষের মুখের মাধ্যমে উক্ত ঈশ্বরের বাক্য দানও যখন নতুন নিয়মের ক্যানন সমাপ্ত হয়, তখন থেকে বন্ধ হয়ে গেছে। তাই, ঈশ্বরের বাক্যের অন্যান্য বিভিন্ন আকার আমাদের ঈশতত্ত্ব অধ্যয়নের প্রাথমিক ভিত্তি হিসাবে কখনও যথেষ্ট নয়।

লিখিত আকারে ঈশ্বরের বাক্য, তথা বাইবেল অধ্যয়নই আমাদের পক্ষে সব থেকে বেশি উপকারী। ঈশ্বর তাঁর এই লিখিত বাক্যকে অধ্যয়ন করতে আমাদের আজ্ঞা দিয়েছেন। যে ব্যক্তি ***"দিন রাত ঈশ্বরের বাক্য ধ্যান করে,"*** তাকে ধন্য বলা হয়েছে (গীত ১:১-২)। ঈশ্বর যিহোশূয়কে যে কথা বলেছিলেন, সে কথা আমাদের প্রতিও একইভাবে প্রযোজ্য ***"তোমার মুখ থেকে এই ব্যবস্থা পুস্তক বিচলিত না হোক, তার মধ্যে যা যা লিখিত আছে, যত্নপূর্বক সেই সকলের অনুযায়ী কাজ করতে তুমি দিন রাত ধ্যান কর, কারণ তা করলে তোমার শুভগতি হবে ও তুমি বুদ্ধিপূর্বক চলবে"*** (যিহোশূয় ১:৮)। লিখিত আকারে ঈশ্বরের বাক্যকেই ***'ঈশ্বর নিঃশ্বসিত'*** বলা হয়েছে এবং এরই দ্বারা আমরা ***"শিক্ষা, অনুযোগ, সংশোধন এবং ধার্মিকতা সম্বন্ধীয় শাসন লাভ করি এবং ঈশ্বরের লোক হিসাবে পরিপক্ক হই ও সমস্ত সৎ কর্মের জন্য সুসজ্জিত হই"*** (২তীম ৩:১৬-১৭)।